Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন ও আমাদের করনীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাবিলা জাররিন
রোলঃ 216021252228

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন ও আমাদের করনীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাবিলা জাররিন

রোলঃ 216021252228

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন ও আমাদের করনীয় " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাবিলা জাররিন, আইডিঃ 216021252228 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন ও আমাদের করনীয় ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

নাবিলা জাররিন

আইডিঃ 216021252228

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

১।হিন্দুত্ববাদ কি 5

২।বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদের উত্থান 6

৩।গেরুয়া সন্ত্রাস 9

৪। ইসকন 11

৫। ইসকনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ 13

৬। ইসকনের নেটওয়ার্ক 14

৭। ইসকনের অন্যতম টার্গেট বন্দরনগরী 15

৮। সীমান্তে হত্যায় ভারতকে সমর্থন দিচ্ছে ইসকন 17

৯। বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার চক্রান্ত 18

১০। এডভোকেট হত্যাকান্ড 20

১১। মুসলিমদের করনীয় 21

১২। বাংলাদেশের অস্থিতিশীল অবস্থা 22

১৩। ইসলামিক সংস্কার ও জীবনবিধান 25

১।হিন্দুত্ববাদ কি

হিন্দুত্ব হল হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) এবং এর সহযোগী সংগঠন সংঘ পরিবার-এর পথপ্রদর্শক আদর্শ।আরএসএস উগ্রবাদী হিন্দু মতাদর্শের অন্যতম প্রবক্তা।পুরো ভারত উপমহাদেশ নিয়ে অখন্ড ভারত যেখানে শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা বসবাস করবে এমন রাস্ট্রের স্বপ্ন দেখে তারা। **তাদের মুল কাজ হিন্দুত্ববোধ জাগিয়ে তোলা।**

২।বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদের উত্থান

বর্তমানে বাংলাদেশে যেসব হিন্দু দল-গোষ্ঠী প্রকাশ্যে হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডা নিয়ে কাজ করছে তার মধ্যে সবচেয়ে উগ্র দল সম্ভবত বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট। এ দলের মহাসচিব গোবিন্দ প্রামাণিক প্রকাশ্যে বাংলাদেশকে ভারতের অংশ করার স্বপ্নের কথা বলে। আরএসএস এর স্বপ্ন অখন্ড ভারতের পক্ষে প্রচারণা চালায়। এ দলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সরাসরি বাংলাদেশকে ভারতের অংশ বানানোর কথা বলা হয়। হিন্দু মহাজোটের অনুষ্ঠানে সিদ্ধেশ্বরী কালিমন্দিরের পুরোহিত বাংলাদেশকে অখন্ড ভারত প্রতিষ্টার কথা বলেছে। শুধু তাই না, পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির প্রধান ও বিধায়ক দিলিপ ঘোষও হিন্দু মহাজোটের অনুষ্ঠানে এসে বলেছে বাংলাদেশকে ভারতের অংশ বানিয়ে অখন্ড ভারত তৈরির কথা। গোবিন্দ প্রামাণিক নিয়মিত অনলাইনে নিজের বিভিন্ন ভিডিও আপলোড করে এসব ভিডিওতে সে খোলাখুলি সরকার, এবং মন্ত্রীদের তুচ্ছাতাচ্ছিল্য করে। এছাড়া সে হিন্দুদের আহবান জানায় মুসলিমদের মোকবেলার জন্য নিজ ঘরবাড়িতে বর্শা, ত্রিশুল ইত্যাদি মজুদ করার, রথযাত্রাসহ হিন্দুদের অন্যান্য অনুষ্ঠানের সময় হাতে অস্ত্র রাখার। গোবিন্দ প্রামাণিক বাংলাদেশে আরএসএস এর একজন সক্রিয় সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করছে। সে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে তৃণমূল পর্যায়ে হিন্দুদের উদ্বুদ্ধ করছে এবং হিন্দু তরুণদের সংঘবদ্ধ করছে আরএসএস এর আদর্শ ও অখন্ড ভারতের উদ্দেশ্য নিয়ে।

প্রামাণিকের বক্তব্য থেকে জানা গেছে আরএসএস বাংলাদেশের বিভিন্ন মঠ-মন্দির এবং হিন্দু দলগুলোর পেছনে বিনিয়োগ করছে শত শত কোটি টাকা।

আরএসএস এর টাকা যাদের কাছে যাচ্ছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সাভারে ইসকন মন্দির, রমনা কালীমন্দির, উত্তরবঙ্গ ও নীলফামারীর বিভিন্ন মন্দির। এর পাশাপাশি হিন্দু মহাজোটের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এ দলের সদস্য এবং এদের অতিথিরা (দিলিপ ঘোষসহ) কখনো ইঙ্গিতে, কখনো সরাসরি দিচ্ছে হিন্দুদের সশস্ত্র হবার, লড়াই করার বার্তা।

এসব সংগঠনের কার্যক্রম, প্রশাসনিক ক্ষমতা, ইত্যাদির প্রভাব পড়ছে হিন্দুদের আচরণেও। এর একটি উদাহরণ হল বছর খানেক আগে চটগ্রাম শহরের একটি এলাকায় তারা কুরবানির ঈদের সময় সরাসরি মুসলিমদের গরু জবাই করত

বাঁধা দেয়। এসময় এলাকার হিন্দুরা হুমকি দেয়, গরু জবাই করা হলে মুসলিমদের জবাই করে দেয়া হবে। এমন পরিস্থিতিতে মুসলিম থামতে বাধ্য হয়। এ ব্যাপারে থানায় মামলা করা হলেও তেমন কোন ফলাফল আসেনি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, গত কয়েক বছর ধরে অপেক্ষাকৃত 'মডারেট' ও আওয়ামীঘেঁষা সম্প্রীতি বাংলাদেশ এবং হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের মতো সংগঠনগুলোকে ছাপিয়ে ইসকন ও হিন্দু মহাজোটের মতো দলগুলো আরো শক্তিশালী হয়ে উঠছে। যদিও এরা সবাই মোটামুটি একই উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে, কিন্তু এ পরিবর্তন থেকে হিন্দুদের মধ্যে উগ্র হিন্দুত্ববাদের প্রভাব বৃদ্ধি এবং হিন্দুদের যুদ্ধংদেহী ও আক্রমণাত্মক মনোভাব তৈরি হবার বিষয়টি বুঝা যাচ্ছে। এতোদিন শক্তি সঞ্চয় ও প্রস্তুতির পর এখন তারা শক্তি প্রদর্শন ও সরাসরি মুসলিমদের বিরুদ্ধে মোকাবেলায় যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করছে।

বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদী আদর্শ ও আন্দোলনের প্রকাশ্য উত্থান ঘটছে, এবং এ কাজ এরই মধ্যে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। হয়তো অতি শীঘ্রই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ, তাগুতের অনুগত বাহিনীর পরিবর্তে এই উগ্র হিন্দুরা মুসলিমদের প্রকাশ্য শত্রু হিসেবে এ ভূখন্ডে আবির্ভূত হবে।

বাংলাদেশকে ঘিরে উপমহাদেশের হিন্দুদের ষড়যন্ত্র আজকের না। আজ ৭০-৮০ বছর ধরেই তা চলছে। এ ষড়যন্ত্রের সর্বশেষ পর্যায়ও চলছে প্রায় এক যুগ ধরে। হাসিনা ক্ষমতায় আসার পর গত ১১ বছর ধরে প্রায় নির্বিঘ্নে হিন্দুরা তাদের ষড়যন্ত্র চালিয়ে গেছে। এ সময়ে ভারতীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাষ্ট্রের প্রতিটি সেক্টরে। বিচার বিভাগ, প্রতিরক্ষা বাহিনী, নিরাপত্তা বাহিনী সব জায়গাতে ভারতের অনুগত নামধারী মুসলিমদের পাশাপাশি বসানো হয়েছে অনেক হিন্দুকেও। হিন্দুদের গণহারে সরকারী চাকরীতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, দেয়া হয়েছে যত্রতত্র পূজা করার সুযোগ, হিন্দুদের পূজা মন্ডপ প্রতি ৫০০ কেজি চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, পূজা উপলক্ষে মুসলিমদের কাছ থেকে নেয়া ট্যাক্স থেকে দেয়া হচ্ছে কোটি কোটি টাকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বরস্বতি পূজা ও হোলি পূজা উদযাপন শুরু হয়েছে, স্কুল-কলেজে হিন্দু কবি সাহিত্যকদের সাম্প্রদায়িক লেখনী পড়ানো হচ্ছে, সম্পত্তি

প্রত্যাপর্নের নামে মুসলমানের সম্পত্তি তুলে দেয়া হচ্ছে হিন্দুদের হাতে। প্রশাসন হাত ছাড়া হয়ে গেছে অনেক আগেই। সেই সাথে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামরিক চুক্তি, ট্রানজিট ইত্যাদির মাধ্যমে পাকাপোক্ত করা হয়েছে ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ। দেশের মিডিয়াগুলো প্রায় একচেটিয়াভাবে ভারতের দালালি করে যাচ্ছে। এর মধ্যে কিছু কিছু মিডিয়া, যারা আমেরিকার দালালি করতে চায়, তাদেরও কাজ করতে হয় ভারতীয় প্রভুদের খুশি রেখে।

৩।গেরুয়া সন্ত্রাস

প্রায় এক দশক ধরে অনুপ্রবেশের নীতির মাধ্যমে প্রশাসনে যে প্রভাব হিন্দুরা অর্জন করেছে তার প্রকাশ এখন ঘটতে শুরু করেছে। সাম্প্রতিক বেশ কিছু ঘটনা থেকে এ বাস্তবতা অনুধাবন করা যায়।

এ বছরের মে মাসে প্রায় সব জাতীয় দৈনিকের প্রথম পাতায় এক যোগে প্রকাশিত হয় একটি বড় আকারের বিজ্ঞাপন। 'সন্দেহজনক জঙ্গী সদস্য সনাক্তকরণের নিয়ামকসমূহ' শিরোনামের এ বিজ্ঞাপনে ইসলামের নানা বিধিবিধান ও বুনিয়াদি বিষয়কে উপস্থাপন করা হয় উগ্রবাদ ও র‍্যাডিকেলাইযেইশানের চিহ্ন হিসেবে। এ বিজ্ঞাপনে যেসব বিষয়কে জঙ্গিবাদের চিহ্ন বলা হয়েছে তার মধ্যে আছে –

- গণতন্ত্রকে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক মনে করা,
- ইসলামী শাসন, শরীয়াহ, খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার প্রতি আগ্রহ থাকা,
- হঠাৎ করে ধর্মচর্চা শুরু করা,
- দাড়ি রাখা,
- টাখনুর উপর কাপড় রাখা,
- শিরক-বিদাতের বিরুদ্ধে বলা,
- বিভিন্ন জাতীয় দিবসের নামে যেসব শিরক প্রভাবিত অনুষ্ঠান চালু আছে সেগুলোর বিরোধিতা করা,
- গাযওয়াতুল হিন্দ নিয়ে আগ্রহ থাকা,
- আল মাহদি ও দাজ্জালের আগমন নিয়ে আগ্রহ থাকা,
- বিভিন্ন দেশে চলমান মুসলিম নির্যাতন নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকা,
- শাইখ আনওয়ার আল আওলাকি, আমীরে মুহতারাম শাইখ আসীম উমার, শাইখ জসীমুদ্দিন রহমানি, উস্তাদ তামিম আদনানির লেকচার শুনা,
- হালাকা আয়োজন করা,
- মিলাদ-শবে বরাতের বিরোধিতা করা,
- ইসলাম পালনের পাশাপাশি শরীরচর্চার প্রতি আগ্রহী হওয়া ইত্যাদি।

এ বিজ্ঞাপনটি প্রচার করা হয় 'সম্প্রীতি বাংলাদেশ' নামের একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে। বছর তিনেক আগে শুরু হওয়া এ সংগঠনের আহবায়ক হল পীযূষ বন্দোপাধ্যায় নামের এক ইসলামবিদ্বেষী হিন্দু। শাহবাগের আন্দোলনের সময়ে এই

হিন্দু সর্বসম্মুখে একটি ইসলামবিদ্বেষী কবিতা আবৃত্তি করেছিল। ২০১৬তে আরো কয়েকজন হিন্দুর সাথে মোদির সাথে সাক্ষাতে গিয়ে 'বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর চলা অত্যাচার' নিয়ে অনেক দেনদরবার করেছিল এই ব্যক্তি। তার সম্পর্ক আছে ইসকন নামের সংগঠনের সাথেও। পীযূষ ছাড়াও এ সংগঠনে আছে মুসলিম নামধারী বিভিন্ন ভারতীয় দালাল বুদ্ধিজীবি। এছাড়া আছে খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন যাজক, পুরোহিত ও নেতা।

আলহামদুলিল্লাহ এ বিজ্ঞাপনটি প্রচারিত হবার পর মুসলিমদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সোশ্যাল মিডিয়াতে এর সমালোচনা করে সাধারণ মুসলিমরা। তার কয়েকদিন পর পত্রিকায় আবার বিজ্ঞাপন দিয়ে সম্প্রীতি বাংলাদেশ দাবি করে এ বিজ্ঞাপনটি তারা দেয়নি, কাদের পক্ষ থেকে এ বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে তারা জানেনা। জানা গেছে, এ ঘটনার পর ডিজিএফআই- এ পীযূষকে তলব করা হয়েছিল।

ভারতজুড়ে মুসলমানদের উপরে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের হামলা,নানাবিধ অত্যাচার কে গেরুয়া সন্ত্রাস নামে অভিহিত করা হয়।বিভিন্ন সংগঠন, মিশন ও গেরুয়া রং পরিহিত ইসকন সদস্যদের সক্রিয় পদচারনা দেখা যায় ধর্মের নামে।বাংলাদেশ এ রয়েছে ইসকনের ৭৭ টি মন্দির।

৪। ইসকন

ভারতের স্বার্থরক্ষার ও অখন্ড ভারত প্রতিষ্ঠার অস্ত্র ইসকন।যা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে হিন্দু এক্টিভিজম এর নামে।ভারতরাস্ট্র ইসকনের মাধ্যমে একমাত্র হিন্দুরাস্ট্র হয়ে উঠেছে এর বিপুলসং্খ্যক মুসলিম থাকার পরেও।ইসকনের মুল কাজ ধর্ম প্রচার নয় বরং আগ্রাসী হিন্দুত্ববাদকে জাগিয়ে তোলা।ভারতের প্রতি বিশ্বের হিন্দুদের সহানুভূতিশীল করে তোলা।ইসকন রাস্ট্রসমূহের অভ্যন্তরীণ কাজ এ হাত দিতে চায় ও মানুষকে অন্যায়ভাবে ধর্মান্তরিত করে তোলে ও সাম্প্রদায়িক দাংগাকে উস্কে দেয়।ইসকন বিশ্বের ৮৮ দেশে নিষিদ্ধ এর বিতর্কিত কাজের জন্য। এটি হরেকৃষন মুভমেন্ট নামে পরিচিত।
শিশু নির্যাতনের অভিযোগ: ১৯৯০-এর দশকে, ইসকনের অধীনস্থ্ বোর্ডিং স্কুলগুলোতে শিশু নির্যাতনের ব্যাপক অভিযোগ সামনে আসে। যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের ইসকন পরিচালিত স্কুলগুলোতে ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে অনেক শিশু শারীরিক, মানসিক এবং যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছিল বলে তদন্তে প্রকাশ পায়। এই নির্যাতনের জন্য আংশিকভাবে ইসকনের নেতৃত্ব কাঠামোকে দায়ী করা হয়, যা গার্হস্থ্য জীবন ও শিশুদের মূল্যায়নকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। ফলে শিশুদের প্রতি অবহেলার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। জনসমালোচনা ও আইনি চ্যালেঞ্জের পর ইসকন 'চাইল্ড প্রোটেকশন অফিস' এবং 'ইসকন রিজলভ' প্রতিষ্ঠা করে, যা শিশুদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নিয়োজিত অভ্যন্তরীণ সংস্থা হিসেবে কাজ করে।

যুক্তরাষ্ট্রে মানসিক প্রভাব বিস্তার ও আইনি মামলা: ১৯৭০ এবং ১৯৮০-এর দশকে, ইসকন যুক্তরাষ্ট্রে 'ব্রেনওয়াশিং' বা মানসিক প্রভাব বিস্তার, অবৈধভাবে কারাগারে রাখা এবং তরুণ ভক্তদের অপহরণের অভিযোগে বিভিন্ন আইনি জটিলতায় পড়ে। ১৯৭৬ সালের People v. Murphy মামলায় নিউ ইয়র্ক আদালত হরে কৃষ্ণকে একটি বৈধ ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তবে পরবর্তী মামলাগুলো, যেমন ১৯৮৪ সালের George v. ISKCON, সংগঠনের অভ্যন্তরে কথিত মানসিক প্রভাবের অভিযোগ তুলে ধরে। এই মামলায় এক তরুণী ইসকনে যোগ দেয় এবং অভিযোগ ছিল যে, ইসকন তার অবস্থান নিয়ে তার বাবা-মাকে বিভ্রান্ত করেছিল। মামলাটি বিভিন্ন রায়ের দিকে নিয়ে যায়; কিছু অভিযোগ খারিজ করা হলেও শেষ পর্যন্ত

ইসকন পরিবারটির মানসিক দুর্দশার জন্য দায়ী বলে সাব্যস্ত হয়।ইসকনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ

৫। ইসকনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ

১. রাষ্ট্রদ্রোহ ও জাতীয় পতাকা অবমাননা

২০২৪ সালের অক্টোবর এ বাংলাদেশের জাতীয় ptaka উপরগেরুয়া প্তাকা উত্তলনের অভিযোগে ১৯ জনের বিরুদ্ধে রাস্ত্দ্রদহ মামলা দায়ের ক র্যা যার মধে ইস্কেত্র দুইসদস্য ছিল

২. শিশু যৌন নিপীড়ন

২০২৩ সালে ইস্কন নেতা চিণ্ময় ওর্ফে চন্দন এর বিরুদ্ধে যোনী নিপির্নের অভিযোগে স্ংগৎ তাকে ভিস্কার ক রে

৩. সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও সহিংসতা

২০২৪ সালে চিটাগাং এর হাজারি গ লিতে মুসলিম ব্যবসায়ীর দোকানে আগুন দেয় ইস্কন স্্ন্তাসিরা একটি ফেসবুক পোস্ত কে কেন্দ্র ক রে

৪. উগ্রবাদী কার্যক্রম ও ধর্মীয় মৌলবাদ

ইস্কের উগ্র বাদ এর কার্নে একে নটিশ দেওয়া হয়

৫. আইনজীবী হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ

চিণ্ময় দাস গ্রেফতারএর প্রেক্ষিতে নিহত একজন মুসলিম আইনজিবী স্লোগান দিতে শোনা যায় মুস্লিমদ রে ঢ রে জ বাই ক র

NEWSPAPER REFERENCES

1.19 Including two from iscon accused in chittagong sedition case-DHAKA TRIBUNE May 6,2025

2.Iscon Bangladesh banned Chinmoy Das in 2023 for abusing child case-Firstpost ,November 29,2024

3.Hazari Lane Violance,WIkipedia

4.Legal notice seeks ban on Iscon in Bangladesh

-Dhaka Tribune ,May 9,2025

5.ISCON monk Chinmoy das held in Bangladesh for sedition;ALL you need to know-The indian Express

৬। ইসকনের নেটওয়ার্ক

শেখ হাসিনার ১৬ বছরের শাসনামলে প্রশাসনে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে ইসকন। দেশের এমন কোনো সেক্টর নেই যেখানে ইসকনের সদস্যরা নেই। তাদের মাধ্যমেই দীর্ঘদিন ধরে ভারতে তথ্য পাচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এরই মধ্যে দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তালিকা ধরে বিশেষ নজরে রেখেছেন তাদের। একটি সংস্থা থেকে ইসকন সদস্যদের একটি তালিকা পাওয়া গেছে। ওই তালিকায় রয়েছেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের সাবেক কমিশনার কৃষ্ণ পদ রায়, পিবিআইয়ের ডিআইজি বনজ কুমার মজুমদার, ঢাকা মহানগর পুলিশের যুগ্ম কমিশনার বিপ্লব কুমার সরকার, মহানগর যুবলীগের সহসভাপতি দেবশিষ পাল দেবু, চট্টগ্রাম বন্দরের সিবিএ নেতা আশীষ কান্তি মুহুরী, বন্দরের যান্ত্রিক বিভাগের কর্মকর্তা সঞ্চয় কুমার দে, বিশ্বজিৎ দেব, শজীব শর্মা, হৃদয় কুমার দাস (ছাত্রলীগের লায়ন্স সংঘের সাধারণ সম্পাদক), রতন কুমার দাস (চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবসায়ী), সৌরভ শাহ (চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবসায়ী), আশোক কুমার দাস (চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবসায়ী), বন্দর কর্মকর্তা নয়ন মণি, হিমেল বড়ুয়া, সুমন দাস, অপূর্ব কুমার চক্রবর্তী, কিশোর কান্তি দাস ও পর্ণব দাস (বন্দর থানার ইসকনের সাধারণ সম্পাদক)।**তুলসী গ্যাবার্ড ইসকনের আমেরিকান মুখপাত্র।**

৭। ইসকনের অন্যতম টার্গেট বন্দরনগরী

১/১১-এর সেনাশাসকের সহযোগিতায় ২০০৮ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা দখলের পর থেকেই মূলত ইসকনের কার্যক্রম বড় পরিসরে শুরু হয় বাংলাদেশে। কাজের সুবিধার্থে কয়েকটি পুরোনো মন্দিরের দখল নেওয়াসহ শুধু এই এলাকায় ১৪টি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে ইসকন। এসব মন্দির ইসকনের কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ধর্ম প্রচারের নামে চলে সংখ্যালঘুদের মগজ ধোলাইয়ের কাজ। বিশেষ করে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি অফিসে কর্মরত হিন্দু সম্প্রদায়ের কর্মকর্তাদের টার্গেট করে চলে সদস্য সংগ্রহের কাজ। একটি গোয়েন্দা সংস্থা শুধু চট্টগ্রাম বন্দরেই ইসকনের ৫০ সদস্যের তালিকা সংগ্রহ করেছে।

নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল (অব.) এএলএম ফজলুর রহমান জানান, সরকারি অফিসগুলোয় কোনো বিশেষ সংগঠনের প্রভাব বাড়ানোর মানে হলো যেকোনো পরিস্থিতিতে সরকারকে চাপে ফেলে নিজেদের স্বার্থ আদায় করে নেওয়ার একটি প্রক্রিয়া। তিনি জানান, ইসকনের তৎপরতা চট্টগ্রাম ও রংপুরকেন্দ্রিক। বান্দরবানের সন্ত্রাসী সংগঠন কেএনএফের প্রধান নেতা নাথান বমও আশ্রয়-প্রশ্রয় ও অস্ত্র পাচ্ছে ভারত থেকে। চট্টগ্রাম ও বান্দরবানের নিয়ন্ত্রণ পেলে মিজোরামের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে ভারতের। অন্যদিকে রংপুর নিয়ন্ত্রণে এলে চিকেন নেকের সঙ্গে তাদের যোগাযোগটা সহজ হয়। মূলত এই টার্গেটেই মাঠে নেমেছে ইসকন। এই দুই জায়গায় বিপুল পরিমাণ জমিও কিনেছে সংগঠনটি, যা তাদের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই মনে করেন এই নিরাপত্তা বিশ্লেষক।

তবে গোয়েন্দা সূত্রগুলো বলছে, ভারতের এই পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে। আর তাই প্ল্যান-বির অংশ হিসেবে টার্গেট করা হয়েছে চট্টগ্রামকে। কারণ চট্টগ্রাম শহরের প্রাণকেন্দ্র নওফেলের নির্বাচনী এলাকা ঘিরে অন্তত ৫৪ হাজার সনাতনী সম্প্রদায়ের মানুষের বাস, যাদের মধ্যে জামাল খান, বান্ডেল কলোনি, আন্দরকিল্লাহ, কোতোয়ালি এলাকায় রয়েছে ইসকনের শক্ত অবস্থান। সেজন্য সরকার পতনের পর তারা চট্টগ্রামকেই বেছে নেয় অস্থিরতা

তৈরির কি-পয়েন্ট হিসেবে। গত দুর্গাপূজায় ইসলামি একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মীদের ডেকে নিয়ে মঞ্চে তুলে ইসলামি গান পরিবেশনের ঘটনাটিও ছিল ধুরন্ধর ইসকনের কূটচাল।

৮। সীমান্তে হত্যায় ভারতকে সমর্থন দিচ্ছে ইসকন

চিন্ময় দাশের কথিত সনাতন জাগরণী জোটের কর্মসূচিতে জাতীয় পতাকার অবমাননার পর বিএসএফের হাতে বাংলাদেশিদের খুন হওয়ার ঘটনায় ভারতের পক্ষে প্রকাশ্যে অবস্থান নিয়ে সমালোচিত হন উগ্র এই ধর্মীয় নেতা চন্দন ধর ওরফে চিন্ময় দাশ। সম্প্রতি বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি কিশোরী স্বর্ণা দাস ও কিশোর জয়ন্ত কুমার সিংহ নিহত হওয়া নিয়ে তিনি বলেন, ‘সীমান্তে দুই হিন্দু মারা গেছে, এ জন্য মায়া-দরদ দেখাচ্ছে। ভারতের বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছে। তো, আমি বলতে চাই, তারা কেন সীমান্তে গেছে? আগে ওটি খুঁজে নিন।’

৯। বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার চক্রান্ত

জুলাই বিপ্লবে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার পতনের পর বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করে ফ্যাসিবাদী শাসন ফিরিয়ে আনার নীলনকশা আঁটে দিল্লি, যার অন্যতম সেনাপতির দায়িত্ব পালন করছেন এই ইসকন নেতা। ইসকনের বাইরে সাধারণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করে মাঠে নামাতে সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোট নামের আরেকটি সংগঠন খুলে বসে চিন্ময়। ইসকনের আঞ্চলিক সদর দপ্তর হিসেবে পরিচিত চট্টগ্রামের প্রবর্তক মন্দিরে ১৭ নভেম্বর সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তথাকথিত এই জোটের আত্মপ্রকাশ ঘটে। সরকারের একটি গোয়েন্দা সংস্থা বলছে, ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন আরএসএসের পরিকল্পনায় ভারতপন্থি আরও কয়েকটি ছোটখাটো সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে নতুন এই জোটের আত্মপ্রকাশ ঘটানো হয়, যার সমন্বয় করছেন ভারতে পালিয়ে থাকা পতিত সরকারের সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মুহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল। তাদের পরিকল্পনায় অন্তর্বর্তী সরকারকে ব্যর্থ বানাতে সক্রিয় ছিলেন তথাকথিত ধর্মীয় গুরু চিন্ময় ওরফে চন্দন। সেই লক্ষ্যে সরকার পতনের পরপরই তিন মাসে অন্তত ১৫টি বড় সমাবেশ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষকে উসকে দেন তিনি। এসব সমাবেশের বেশির ভাগই অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রামের জামালখান থেকে লালদীঘি পর্যন্ত মুহিবুল হাসান চৌধুরীর ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত এলাকায়। গেরুয়া বেশে এসব সমাবেশে অংশ নেন আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা। মানুষের ভিড়ে এসব কর্মসূচিতে বিভিন্ন ধরনের উসকানি দেওয়ার পাশাপাশি নাটক সাজিয়ে তিলকে তাল বানিয়ে সেগুলো ভিডিও করে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ভারতের হিন্দুত্ববাদী মিডিয়ায়। দুই সাংবাদিক, এক ফ্রিল্যান্সার ফটো সাংবাদিক ও দুই অ্যাডভোকেটের নেতৃত্বে গঠিত একটি টিম এসব ভিডিও ধারণ ও পাঠানোর কাজে নিয়োজিত রয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন সাংবাদিক বিপ্লব পার্থ ও পূরবী দাস, এডভোকেট শুভাশিস শর্মা , লীলা রাজ গৌর দাস ও ফ্রি ল্যান্সার ফটোগ্রাফার পরিচয়দানকারী গৌরাঙ্গ দাস। ফ্যাসিবাদের পতনের পর মূলত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোই তাদের মূল উদ্দেশ্য। মহানগর আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আজম নাসির উদ্দিন, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের সাবেক কাউন্সিলর শৈবাল দাশ সুমন, জহরলাল হাজারী ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের অস্ত্রধারী

ক্যাডার নুরুল আজিম রনি এই সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বাধানোর মূল দায়িত্বে আছেন।

১০। এডভোকেট হত্যাকান্ড

চিন্ময়ের নির্দেশে আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফ হত্যা

গত ২৬ নভেম্বর চট্টগ্রাম আদালত এলাকায় সরকারি আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফ খুনে জড়িত ছিলেন চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের অনুসারী, নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের কর্মী ও ইসকন-সমর্থক আইনজীবী ও ক্লার্ক। ওই আইনজীবীকে ১০-১৫ জনের একটি সংঘবদ্ধ দল আক্রমণ চালিয়ে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এর আগে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় চিন্ময়কে গ্রেফতার করে পুলিশ। আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিলে প্রিজনভ্যান আটকে বিক্ষোভ করতে থাকেন ইসকন সমর্থকরা। এসময় নজিরবিহীনভাবে পুলিশের হ্যান্ডমাইক ছিনিয়ে নিয়ে প্রিজন ভ্যানের ভেতর থেকেই উসকানিমূলক বক্তব্য দেন চিন্ময়। এর পরপরই ইসকন সমর্থকরা আদালত এলাকায় তাণ্ডব চালায়। পুলিশ বাধা দিলে ছড়িয়ে পড়ে সংঘর্ষ। এসময় আদালত পাহাড়ের নিচে রঙ্গম কমিউনিটি সেন্টারের গলিতে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফকে ধাওয়া করে নির্মমভাবে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করে ইসকনের সন্ত্রাসীরা।

চাঞ্চল্যকর এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সরাসরি জড়িত ১২ জনকে চিহ্নিত করেছে পুলিশ। এর মধ্যে চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা পুলিশকে জানিয়েছে, চিন্ময় দাসের মুক্তির দাবিতে তার অনুসারীরা চট্টগ্রাম আদালত ভবনে সংঘর্ষে জড়ানো ও বিচারককে মারধর করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা চরম ধৈর্যের পরিচয় দেওয়ায় আইনজীবীকে হত্যার মিশন নেওয়া হয়। আর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আর্থিক সহায়তা করেন হাজারীগলির কাটাপাহাড় এলাকার অরবিন্দ ধর বসু নামের এক ইসকন নেতা

১১। মুসলিমদের করনীয়

মুসলিমদের আল্লাহর উপরে বিশ্বাস রেখে এর প্রতিকার করতে হবে।ইসলাম একটি পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামি মূলনীতি ও জীবনব্যবস্থা হতে পারে একমাত্র সলিউশান।আমার রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তার ভিতরেই কল্যান রয়েছে।

১২। বাংলাদেশের অস্থিতিশীল অবস্থা

বাংলাদেশে ইসকনের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপ: সম্প্রতি, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন) বাংলাদেশে এমন কিছু কার্যকলাপের সাথে যুক্ত হচ্ছে, যা রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করছে। আগে যেখানে এটি মূলত ধর্মীয় সংগঠন ছিল, সেখানে এখন সমালোচকরা অভিযোগ করছেন যে, ইসকন আধ্যাত্মিক কর্মকা-ের বাইরে গিয়ে রাজনৈতিক বিষয়ে অংশ নিচ্ছে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইসকন বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশন থেকে আর্থিক সহায়তা পায়, যা দেশটির অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতিতে প্রভাব বিস্তারের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। সমালোচকদের মতে, ইসকন বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের একটি বানোয়াট চিত্র তুলে ধরছে। তারা মনে করেন, এই চিত্রটি আন্তর্জাতিক সহানুভূতি এবং সমর্থন লাভের জন্য অতিরঞ্জিত এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের কথা তুলে ধরে ইসকন আন্তর্জাতিক মতামত প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে এবং দেশটির ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়ে চাপ সৃষ্টি করতে চাচ্ছে।

সমালোচকরা বলেন, এই ধরনের প্রতিবেদন ভারতের কিছু স্বার্থের পক্ষে উপকারী, কারণ এটি বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের এই ধারণা থাকলে বাংলাদেশের বাণিজ্য, পর্যটন এবং কূটনৈতিক সম্পর্কের উপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। বাংলাদেশকে সংখ্যালঘুদের জন্য বিরূপ পরিবেশ হিসেবে উপস্থাপন করে ইসকনের এই প্রচারণা দেশটিকে আন্তর্জাতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে, যা বৈদেশিক বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করে এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

রাজনৈতিক ধারণাগুলোর বাইরে ইসকনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা সৃষ্টির অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ রয়েছে যে, সংস্থাটি হিন্দু সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভীতি ও নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। হিন্দু সম্প্রদায় হুমকির মুখে রয়েছে বলে ইসকন প্রচারণা

চালাচ্ছে, যা বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামোকে অস্থিতিশীল করে সাম্প্রদায়িক বিভেদ বৃদ্ধি করছে।

এই অভিযোগ আরও গুরুতর হয়ে ওঠে যখন বলা হয় যে, ইসকনের কার্যকলাপ ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং (র-এর) উদ্দেশ্য সাধনে সহযোগিতা করছে। সমালোচকরা বিশ্বাস করেন যে, ইসকন সম্ভবত বাহ্যিক সংস্থাগুলোর সাথে মিলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা বিঘিœত করতে একটি বিভ্রান্তিকর ধারণা ছড়াচ্ছে। এই ধরনের বাহ্যিক হস্তক্ষেপ, যদি প্রমাণিত হয়, তবে এটি ইসকনের মূল লক্ষ্য কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার ও আধ্যাত্মিকতার প্রচারের থেকে একটি বড় বিচ্যুতি হিসেবে পরিগণিত হবে।

চট্টগ্রামে সাম্প্রতিক এক সহিংস ঘটনায় ইসকন সদস্যদের জড়িত থাকার পর ইসকনকে ঘিরে বিতর্ক আরও তীব্র হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসকন সদস্যরা চট্টগ্রামে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে জড়িয়েছে এবং সেখানে তারা প্রাণঘাতী অস্ত্র দিয়ে পুলিশের উপর হামলা চালিয়েছে। এই ঘটনা সংগঠনের উদ্দেশ্য ও কার্যপদ্ধতি নিয়ে গুরুতর প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। পর্যবেক্ষকরা উল্লেখ করেছেন যে, এই ধরনের আক্রমণ উদ্বেগজনক, কারণ এটি ইঙ্গিত দেয় যে, ইসকন একটি শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় আন্দোলন থেকে সহিংসতা অবলম্বনের দিকে ঝুঁকছে।

এই ঘটনাগুলো সমালোচকদের কাছে ইসকনকে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে আখ্যায়িত করার কারণ হয়েছে। সমালোচকদের মতে, ইসকনের আগ্রাসী কার্যকলাপ এবং এর কথিত সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক প্ররোচনা বাংলাদেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি সৃষ্টি করছে। চট্টগ্রামের এই ঘটনাটি ইসকনকে আরও কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার কথাই সামনে নিয়ে এসেছে, যেখানে কেউ কেউ মনে করছেন যে এটি সন্ত্রাসী সংগঠনে রূপান্তরিত হতে পারে।

অভিযোগ এবং সাম্প্রতিক সহিংস ঘটনার কারণে বাংলাদেশে ইসকনের কার্যক্রমের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ বা সরাসরি নিষেধাজ্ঞার দাবি বাড়ছে। অতীতে বিভিন্ন দেশ ইসকনের কার্যক্রমে সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছে, বিশেষত যখন সংগঠনের কার্যকলাপ ধর্মীয় অনুশীলনের গ- ছাড়িয়ে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বা সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পথে এগিয়েছে। অনেকেই মনে করেন, বাংলাদেশের উচিত জাতীয় স্বার্থ এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার্থে একই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

যারা এ দাবির পক্ষে আছেন তাদের মতে, ইসকনের ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করলে সংগঠনটির কথিত রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব রোধ করা যাবে। ইসকনের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা ও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির অভিযোগে উদ্বিগ্ন নাগরিকদের মতে, জাতীয় নিরাপত্তা এবং জনশৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে ইসকনের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।

১৩। ইসলামিক সংস্কার ও জীবনবিধান

মূলত যাদের ঈমান নেই তারা পথভ্রষ্ট।ইসলাম তাদের সামনে উপস্থাপন করে সত্যকে।সরল পথের দিক-নির্দেশকে।ইস্লামের অবাধ্যতা করা হয় এমন সবকিছুই অপসংস্কৃতি।ইসলাম অনুযায়ী দ্বীন পালন করতে হবে এবং ইবাদাত করতে হবে। সমস্ত বিজাতীয় জাহিলি রসম রেওয়াজ ও বিজাতীয় সংস্রব পরিহার করা উত্তম।তাওহীদ এ বিশ্বাসী মুমিন কখনোই তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ক)ইসলামি সংস্কৃতি জানতে হবে।

খ)ইতিহাস নিয়ে জানতে হবে।

গ)নিজেদেরকে চিনতে হবে।

ঘ)নিজেদের প্রকৃত পরিচয় ও লড়াকু পূর্বপুরুষ সম্পর্কে জানা।

ঙ)ইসলাম পূর্ব নারীর অবস্থা জানা

চ)বিভ্রান্ত না হওয়া

ছ)ইসলামে নারীর মর্যাদা নিয়ে জানা

জ)রিলিজিওন প্রাক্টিস ও জ্ঞান অর্জন

ঝ)গায়রতমন্দ বাবা /ছেলে/স্বামী হওয়া ও মুসলিম নারীদের স্বীয় হুকুক নিয়ে জানা

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে হেদায়াত ও মাগফিরাত দান করুন।

তথ্যসূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব,ঢাকা ট্রিবিউন,উইকিপিডিয়া, দৈনিক আমার দেশ,ফার্স্টপোষ্ট ইন্ডিয়া,সেইভ আওয়ার সিস্টার্স বাই আদনান সামির,গুগল ও বিভিন্ন আর্কাইভ এবং ওয়েবসাইট

পারিবারিক ও সামাজিক ঐক্য

পরিস্থিতি যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে তা খাসভাবে বাংলাদেশের মুসলিমদের জন্য এবং আমভাবে পুরো হিন্দের মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব রাখে। মুসলিমরা এই বিপদকে দূরবর্তী মনে করে তা থেকে মনোযোগ সরিয়ে না রেখে উম্মত হিসেবে চিন্তা ভাবনা শুরু করা জরুরী। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, বার্মা ও আফগানিস্তানকে তাদের নিজ নিজ জনগণের সমস্যা মনে করার পরিবর্তে একটি বৃহত্তর ইসলামী ভূখণ্ডের অংশ হিসাবে দেখাও জরুরী

স্মরণ রাখতে হবে যে, মুসলিমদের এক মুঠো জমিনও যদি কাফেরদের দখলে চলে যায়, তখন পর্যায়ক্রমে সব মুসলিমদের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়।